DhakaProbe
সময়ের সাথে, সত্যের পথে

সত্যের সাথে, সত্যের পথে

সংবাদপত্র সংস্করণ (PDF) তৈরি: 13 Sep 2026, 12:53 PM

মতামত

বাংলাদেশ মহান, এই জয়গান পুরো পৃথিবীকে শোনাও

প্রতিবেদক: মো. আল-আমিন
প্রকাশের তারিখ: রোববার, ৩০ আগস্ট ২০২৬, ০৫:২৩ PM

বাংলাদেশএই একটি শব্দের মধ্যেই লুকিয়ে আছে হাজার বছরের সভ্যতার উত্তরাধিকার, নদীমাতৃক প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য, মানুষের অদম্য সাহস, অসংখ্য আত্মত্যাগের ইতিহাস এবং স্বাধীনতার অমলিন গৌরব। এটি শুধু পৃথিবীর মানচিত্রে আঁকা একটি রাষ্ট্রের নাম নয়; এটি কোটি মানুষের আত্মপরিচয়, ভালোবাসা, বিশ্বাস, সংগ্রাম ও স্বপ্নের প্রতীক।

বাংলাদেশের দিকে তাকালে আমরা শুধু একটি ভূখণ্ড দেখি না; দেখি এক অদম্য জাতির দীর্ঘ পথচলা। প্রতিকূলতা যতই এসেছে, এ দেশের মানুষ ততবারই সাহস ও ঐক্যের সঙ্গে তা মোকাবিলা করেছে।

ভৌগোলিকভাবেও বাংলাদেশ অনন্য। বঙ্গোপসাগরের উপকূল, অসংখ্য নদ-নদী, উর্বর পলিমাটি ও বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশ এ দেশকে দিয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। পদ্মা, মেঘনা, যমুনাসহ অসংখ্য নদী শুধু বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতির অংশ নয়; এগুলো এ দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। নদীর স্রোতের মতোই বাংলাদেশের মানুষের জীবনও প্রবাহমান, সংগ্রামমুখর ও প্রাণবন্ত।

এই দেশের ইতিহাস রক্তে লেখা। প্রতিটি অধ্যায়ে রয়েছে আত্মত্যাগ, প্রতিরোধ ও বিজয়ের অমর কাহিনি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পৃথিবীর ইতিহাসে মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ভাষার অধিকার রক্ষায় সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অসংখ্য মানুষ আত্মত্যাগ করেছেন। তাঁদের রক্ত আমাদের শিখিয়েছে—ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এটি মানুষের আত্মপরিচয়, সংস্কৃতি ও অস্তিত্বের ভিত্তি।

এরপর ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে আরও শক্তিশালী করে। অন্যায়, বৈষম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ মানুষের সেই আন্দোলন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে আরও তীব্র করে তোলে।

অবশেষে আসে ১৯৭১। মহান মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ছিল স্বাধীনতার জন্য এক ঐতিহাসিক সংগ্রাম। ত্রিশ লাখ শহীদের আত্মত্যাগ, অসংখ্য মা-বোনের ত্যাগ এবং কোটি মানুষের অবর্ণনীয় দুর্ভোগের বিনিময়ে জন্ম নেয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। আমাদের স্বাধীনতা কোনো উপহার নয়; এটি রক্তের বিনিময়ে অর্জিত অধিকার। তাই স্বাধীনতার মূল্য শুধু ইতিহাসের পাতায় নয়, প্রতিটি নাগরিকের বিবেকেও ধারণ করতে হবে।

বাংলাদেশের শক্তি শুধু তার ইতিহাসে নয়, তার মানুষের মধ্যেও নিহিত। কৃষক মাঠে ঘাম ঝরান, শ্রমিক শ্রম দিয়ে দেশের অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে তোলেন, জেলে নদী-সমুদ্রে জীবিকার সন্ধানে জীবন ঝুঁকিতে ফেলেন। শিক্ষক গড়ে তোলেন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, চিকিৎসক মানুষের জীবন রক্ষায় কাজ করেন। দেশের প্রতিটি সৎ ও পরিশ্রমী মানুষ নিজ নিজ অবস্থান থেকে বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার নীরব যুদ্ধে অংশ নিচ্ছেন। তাঁরাই বাংলাদেশের প্রকৃত শক্তি।

আমাদের সংস্কৃতিও হাজার বছরের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। বাউল, ভাটিয়ালি, পল্লীগীতি, কবিতা, সাহিত্য, নাটক, লোকজ শিল্প, পয়লা বৈশাখ, নবান্ন ও একুশে ফেব্রুয়ারি—সব মিলিয়ে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিচয় বৈচিত্র্যময় ও মানবিক। ধর্ম, মত ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যেও পারস্পরিক সহাবস্থান ও সম্প্রীতি আমাদের ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

তবে ইতিহাসের গৌরব শুধু স্মরণ করার জন্য নয়; তা থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্যও। একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক কখনো দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। দেশপ্রেম শুধু পতাকা উত্তোলন বা জাতীয় সংগীত গাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান, আইন মেনে চলা, অন্যের অধিকারকে সম্মান করা এবং নিজের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করাই প্রকৃত দেশপ্রেমের পরিচয়।

দেশের প্রতি দায়িত্ব ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে—এই বিশ্বাস আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে। যে ব্যক্তি দেশকে ভালোবাসেন, তিনি দেশের সম্পদ নষ্ট করেন না, অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন না, দুর্নীতিকে সমর্থন করেন না। ঘৃণা ও বিভাজনের পরিবর্তে তিনি ঐক্য, সহমর্মিতা ও মানবিকতার পথ বেছে নেন।

কারণ দেশের উন্নয়ন শুধু সরকারের দায়িত্ব নয়; এটি প্রতিটি নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব। আমরা যেন কখনো ভুলে না যাই—এই দেশের স্বাধীন বাতাসে নেওয়া প্রতিটি নিঃশ্বাস এবং এই মাটিতে চলার প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে আমাদের একটি ঐতিহাসিক দায় জড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের কাছে আমাদের এই ঋণ অর্থ দিয়ে শোধ করা সম্ভব নয়; শোধ করতে হবে সততা, পরিশ্রম, মানবিকতা ও দায়িত্বশীল নাগরিকত্বের মাধ্যমে।

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের বাংলাদেশ। তাই তাদের হাতে শুধু বই তুলে দিলেই হবে না; তাদের হৃদয়ে দেশপ্রেমের আলো জ্বালাতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে—বাংলাদেশ শুধু একটি মানচিত্র নয়; বাংলাদেশ মানে দায়িত্ব, মর্যাদা, ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ। এমন নাগরিক তৈরি করতে হবে, যারা নিজের সাফল্যের পাশাপাশি দেশের সম্মানকেও সমান গুরুত্ব দেবে।

বিশ্ব দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রযুক্তি, শিক্ষা, অর্থনীতি, গবেষণা, উদ্ভাবন ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হলে আমাদের আরও দক্ষ, সৃজনশীল, মানবিক ও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন তখনই পূর্ণতা পাবে, যখন প্রতিটি নাগরিক নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজে বসবাসের সুযোগ পাবে।

আসুন, আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়ার শপথ নিই, যেখানে সত্য মিথ্যার কাছে পরাজিত হবে না, ন্যায় অন্যায়ের কাছে মাথা নত করবে না, সততা লোভের কাছে বিক্রি হবে না এবং দেশপ্রেম শুধু স্লোগানে সীমাবদ্ধ থাকবে না।

বাংলাদেশ আমার জন্মভূমি, আমার প্রথম পরিচয়, আমার আত্মার ঠিকানা। এই দেশের মাটি আমার অস্তিত্ব, এই দেশের পতাকা আমার গর্ব, এই দেশের মানুষ আমার আপনজন। পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন, হৃদয়ের গভীর থেকে একটি পরিচয়ই উচ্চারিত হবে—আমি বাংলাদেশি।

তাই আসুন, আমরা প্রত্যেকে নিজের অবস্থান থেকে দেশকে ভালোবাসি, দেশের আইনকে সম্মান করি, দেশের মানুষকে আপন ভাবি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সমৃদ্ধ, ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক ও মর্যাদাপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

বাংলাদেশ আমার গর্ব—সবার আগে বাংলাদেশ।

এ কথা বলতে ভুলে যেও না—বাংলাদেশ মহান। এই জয়গান পুরো পৃথিবীকে শোনাও।

দেশের প্রতিটি মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত হোক একটাই গর্বিত পরিচয়—আমি বাংলাদেশি।

e-mail: alaminm57@gmail.com Mobile: 01521307524

এ বিভাগের আরও খবর

বঙ্গোপসাগর ঘিরে জটিল ভূ-রাজনীতি
বঙ্গোপসাগর শুধু একটি জলরাশি নয়; দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতি, জ্বালানি নিরাপত্তা, সামুদ্রিক বাণিজ্য ও ভূ-রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। সময়ের সঙ্গ...

১৯৭৫ সাল ছিল গণ-ইচ্ছার প্রতিফলন

জুলাই বিপ্লব বাংলাদেশের রাজনীতি, প্রশাসন ও জীবনধারা পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। সরকার ও বিশিষ্টজন এই আন্দোলনকে বিভিন্নভাবে মূল্যায়ন করছেন, যার অধি...

সনদ বাড়ছে, দক্ষতা কি বাড়ছে?

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হলে আমরা সাধারণত পরীক্ষার ফল, জিপিএ, পাসের হার কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রতিযোগিতাকে সামনে রাখি। ক...

হারানো সোনালি সেই দিনগুলি

প্রতিটি গ্রামেরই কিছু মানুষ থাকেন, যাঁরা শুধু একজন ব্যক্তি নন।পুরো গ্রামেরই একেকটি প্রতিষ্ঠান। তাঁদের উপস্থিতিতে একটি গ্রাম প্রাণ পায়, তাঁদ...

Copyright Dhaka Probe

অনলাইন সংস্করণ পড়তে ভিজিট করুন: https://www.dhakaprobe.com/opinion/bangladesh-mhan-ei-jygan-puro-prithibike-shonao